# পবিত্র কোরআনে হযরত আল ইয়াসা(আঃ)

**আসসালামুযালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু**

**বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম**

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছেঃ"পবিত্র কোরআনে হযরত ইয়াসা(আঃ)।"

## তাফহিমুল কুরআনের ব্যখ্যা

কোরআন মজীদে মাত্র দু'জায়গায় তার নাম বলা হয়েছে। সুরা আল আন'আমের ৮৬ নং আয়াতে এবং সুরা সোয়াদের ৪৮ নং আয়াতে। উভয় জায়গায় কোন বিস্তারিত আলোচনা করা হয় নি। কেবল্মাত্র নবীদের কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে তার নাম নেয়া হয়েছে। তিনি ছিলেন বনী ইসরাঈলের নেতৃস্থানীয় নবীদের একজন।

জর্দান নদীর উপকূলে আবেল মেহুলা( Abel Meholah) এর অধিবাসী ছিলেন । ইহুদী ও খৃষ্টানরা তাকে ইলিশার( ) নামে স্মরণ করে।

হযরত ইলিয়াস (আঃ) যে সময় সিনাই উপদ্বীপে আশ্রয় নিয়েছিলেন তখন কয়েকটি বিশেষ কাজে সিরিয়ায় ও ফিলিস্তিনে ফিরে যাওয়ার হুকুম দেয়া হয়েছিল। এর মধ্যে একটি কাজ ছিল হযরত আল ইয়াসাকে তার স্থলাভিষিক্ত করার জন্য প্রস্তুত করতে হবে।

এ হুকুম অনুযায়ী ইলিয়াস তার জনবসতিতে গিয়ে পৌঁছুলেন। তিনি দেখলেন ১২ জোড়া গরু সামনে নিয়ে হযরত আল ইয়াসা জমিতে চাষ দিচ্ছেন এবং তিনি বারোতম জোড়ার সাথে আছেন। হযরত ইলিয়াস তার পাশ দিয়ে যাবার সময় তার উপর নিজের চাদর নিক্ষেপ করলেন। এবং তিনি তৎক্ষণাত ক্ষেত খামার ছেড়ে দিয়ে তার সাথে চলে এলেন। প্রায় দশ বারো বছর তিনি তার প্রশিক্ষণের অধীনে থাকলেন। তারপর আল্লাহ ইলিয়াসকে উঠিয়ে নেবার পর তিনি ইলিয়াসের স্থলে নিযুক্তি লাভ করলেন।

পবিত্র কোরআনে আল ইয়াসার প্রশংসা করা হয়েছে। সুরা সোয়াদের ৪৮ নং আয়াতে اَلْاَخْيَار বলা হয়েছে অর্থাৎ উত্তম দাস(among the outstanding) সুরা আন'আমের ৮৬ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে(وَكُلًّفَضَّلْنَاعَلَى الْعٰلَمِيْنَ) এদের প্রত্যককেই আমরা শ্রেষ্ঠ মর্জাদা দিয়েছিলাম জগতবাসীর উপর(and all of them we preferred over the world)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আন'আম

সুরা ৬ আন'আম, আয়াতঃ৮৬

وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ( 86 )

আর ইসমাঈল(আঃ), ইয়াসাঅ'(আঃ),ইউনুস(আঃ) ও লুত(আঃ) এদের প্রত্যেককেই আমি নবুওয়াত দান করে সমগ্র বিশ্বের উপর মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা সোয়াদ

সুরা ৩৮ সোয়াদ,আয়াতঃ ৪৮

وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ ( 48 )

স্মরণ কর ইসমাঈল(আঃ), আল-ইয়াসা'আ(আঃ) ও যুলকিফলের(আঃ) কথা, তারা প্রত্যেকেই ছিলেন উত্তম।

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা,আমরা চেষ্টা করি আল্লাহর উত্তম দাস হওয়ার এবং আল্লাহর দৃষ্টিতে মর্যাদাবান হওয়ার জন্য ইবাদত করি। ইবাদত হতে হবে শিরকমুক্ত।নিজেদের বা অন্য কারো মন গড়া পন্থায় নয়।কোরয়ান ও হাদীস যে পথ বাতলে দিয়েছে সেভাবেই আমাদের সমস্ত ইবাদত ও দুনিয়ার কাজ পরিচালনা করলেই শুধু আল্লাহর উত্তম দাস ও তাঁর দৃষ্টিতে মর্যাবান হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারবো।আল্লাহর সাহায্য ও রহমতই হোক আমাদের পাথেও।

আমীন।

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

.....